

## কবি, শব্দ ও কবিতা সভ্যতার শুদ্ধ মন্ত্র

মহম্মদ মফিজুল ইসলাম

কবি কেবল কবি নন, তিনি সমাজের এক অনিবার্য আয়না। তাঁর কলমে কখনও জেগে ওঠে লৌহকঠিন যুদ্ধের আহ্বান, কখনও আবার নিঃশব্দে ফোটে কোমল মানবতার স্বাস। কবি যখন কাঁদেন, তাঁর অক্ষু শুধু ব্যক্তিগত ব্যথার গল্প নয়— তা পরিণত হয় এক জনসমষ্টির অভিন্ন বেদনার প্রতিধ্বনি। কবিতার শব্দ তখন আর একক থাকে না, বরং ছড়িয়ে পড়ে সমাজের প্রতিটি স্তরে। হয়ে ওঠে এক প্রকার শুদ্ধ মন্ত্র, যার জপে মানুষ খুঁজে পায় সাহস, খুঁজে পায় বাঁচার নতুন অভিপ্রায়।

কবিতা মানে শুধু ছন্দময় পঙ্ক্তি নয়, বরং জীবনের অনুবাদ। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন তার অন্দরমহলে জমা হওয়া কান্না, স্বপ্ন, প্রতিবাদ, ভালোবাসা— সবই রূপ নেবে কবিতার ভাষায়। তাই তো কবি কেবল একজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তি নন; তিনি মানুষের স্বপ্নের রূপকার। ইতিহাসের সাক্ষী। আর আগামী দিনের স্বপ্নদ্রষ্টা।

কবির কাজ তাই দ্বিমুখী। একদিকে তিনি সময়ের দুঃখ-কষ্টকে ধারণ করেন। অন্যদিকে সেই দুঃখকেই রূপান্তরিত করেন আশার আলোতে। ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে আমরা দেখেছি কবির কলম কতখানি শক্তিশালী। ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে শুরু করে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে— কবিরা তাঁদের শব্দ দিয়ে মানুষকে উদ্বেলিত করেছেন, সঞ্চারিত করেছেন লড়াইয়ের অনল। রবীন্দ্রনাথ যখন লিখলেন “চিত্ত যেথা ভয়শূন্য”, তখন সেই কবিতা কেবল পঙ্ক্তি নয়, জাতির মন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। নজরুল যখন গেয়েছিলেন “বিদ্রোহী”, তখন তার প্রতিটি শব্দ ছিল বজ্রনির্ঘোষ, যা শিকল ভাঙতে উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রজন্মকে।

আসলে কবিতা হল সময়ের মহাফেজখানা। রাজনীতির দলিল হয়তো ক্ষমতার পালাবদলে মুছে যায়, কিন্তু কবির লেখা থেকে যায় চিরস্থায়ী চিহ্নের মতো। আজও আমরা বুঝি ফরাসি বিপ্লবের আগুন, আজও শুনি বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের ধ্বনি— কারণ কবিরা তাঁদের শব্দে সে সময়কে ধরে রেখেছিলেন। তাই কবি হলেন ইতিহাসের নীরব দ্রষ্টা, আবার সক্রিয় সঞ্চারকও বটে।

তবু কবিতার মধ্যে রয়েছে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। একদিকে তার ভাষা বিদ্রোহের, অন্যদিকে তা পরিপূর্ণ ভালোবাসার। কবি যখন সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, তখন তিনি যেন যোদ্ধা। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর কবিতা আবার স্পর্শ করে শিশুর মোলায়েম হাসি, কৃষকের কপালের ঘাম, কিংবা মায়ের শীতল আঁচল। এই দ্বিমুখী সত্তাই কবিতাকে পূর্ণ করে তোলে। কেবল যুদ্ধ নয়, কেবল শান্তিও নয়— বরং কবিতা হলো মানবতার সমগ্র ব্যাখ্যা।

মানুষ যখন কবি হয়ে ওঠে, তখনই সত্যিকারের বাঁচা শুরু হয়। কারণ কবিতা মানে শুধু শব্দ নয়, এক প্রকার সজীব আত্মা। শিশুরা যখন অবলীলায় হাসে, তাদের সেই হাসিতেও কবিতা আছে। এক কণা অক্ষতেও কবিতা আছে, যেমন আছে এক বিন্দু রক্তে, কিংবা এক টুকরো অরুণোদয়ে। কবি তাই একদিনে জন্ম নেন না; তিনি সমাজের অন্তর্লীন সত্য থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠেন।

আজকের দিনে কবির ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির যুগে মানুষ ক্রমে যান্ত্রিক হয়ে উঠছে, সম্পর্কগুলো হারাচ্ছে উষ্ণতা। তথ্যের স্রোত আমাদের চারপাশ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই স্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে মানবতার সূক্ষ্ম বোধ। সেখানে কবিতা আমাদের মনে করিয়ে দেয়— মানুষ কেবল ভোগী নয়, সে ভাবুকও বটে। তার প্রয়োজন কেবল যন্ত্র নয়, প্রয়োজন আত্মার সান্নিধ্য। কবি সেই সান্নিধ্যের দিশারি।

কবির কাল্লা তাই ব্যক্তিগত নয়। তা হয়ে ওঠে জনগণের সমষ্টিগত হাহাকার। আবার সেই হাহাকারই কবি রূপ দেন সংগীতে, যা শোনার পর মানুষ কেবল দুঃখ পায় না, বরং শক্তি পায়। এই শক্তিই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই কবি কেবল একজন স্রষ্টা নন, তিনি এক প্রকার সামাজিক কর্মীও, যার কাজ মানুষের চেতনা জাগিয়ে তোলা।

কিন্তু প্রশ্ন আসে— কবির স্বার্থকতা কোথায়? স্বার্থকতা তখনই, যখন তাঁর লেখা কেবল বইয়ের পাতায় আটকে থাকে না, বরং মানুষের রক্তে মিশে যায়, মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। যখন কোনও বিস্কুট যুবক তার ভিতরের স্ফোভ প্রকাশ করতে গিয়ে কবির লাইন আওড়ায়, তখনই কবি সফল। যখন কোনও মা তার সন্তানের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে গিয়ে কবিতার ভাষা ধার নেয়, তখনই কবি তাঁর আসল কাজ করে ফেলেছেন।

কবিতার আসল শক্তি এখানেই। তা কখনও আন্দোলনের ভাষা, কখনও আবার প্রার্থনার মতো শান্ত। সমাজে এই দুই রূপেরই প্রয়োজন আছে। যুদ্ধ ছাড়া অন্যায় ভাঙে না। আবার ভালোবাসা ছাড়া মানবতা বাঁচে না। কবিতা তাই দুইয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন।

আজ যখন চারপাশে গুজব, বিভাজন, হিংসা, তখন কবিতা আমাদের শিখিয়ে দেয় সহমর্মিতা। যখন ভিড় রক্তপিপাসু হয়ে ওঠে, তখন কবিতা ফিসফিস করে বলে— মানুষ হও। মানুষ হও। আর যখন মানুষ নিরাশায় ডুবে যায়, তখন কবিতা মনে করিয়ে দেয়—আলো এখনও আছে।

তাই কবি, শব্দ আর কবিতার স্বার্থকতা একই সূত্রে বাঁধা। কবি না থাকলে শব্দ কেবল অক্ষর। কবিতা না থাকলে শব্দ কেবল উচ্চারণ। আর সমাজ না থাকলে কবিতার প্রতিধ্বনি হয় না। এ এক ত্রিধারা— কবি, শব্দ, কবিতা— যা একসাথে মিলে তৈরি করে সভ্যতার শুদ্ধ মন্ত্র।

আমাদের প্রয়োজন সেই মন্ত্রের জপ। আজকের পৃথিবী যতই হিংসা-বিদ্বেষে ভরে উঠুক, কবিতা আমাদের শেখায় আশার পাঠ। প্রতিটি মানুষের ভেতরেই আছে এক সম্ভাব্য কবি, এক সম্ভাব্য স্বপ্নদ্রষ্টা। সেই স্বপ্নই পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখে।

কবি তাই কেবল সাহিত্যিক নন, তিনি আমাদের সম্মিলিত চেতনায় দীপশিখা। তাঁর লেখা আমাদের প্রেরণা, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে সজীব রূপ। কবি আছেন বলেই মানুষ বারবার বেঁচে ওঠে, আর সমাজ খুঁজে পায় তার শুদ্ধ মন্ত্রের পথ।